দৈনিক সংবাদ

2 2 AUG 2017

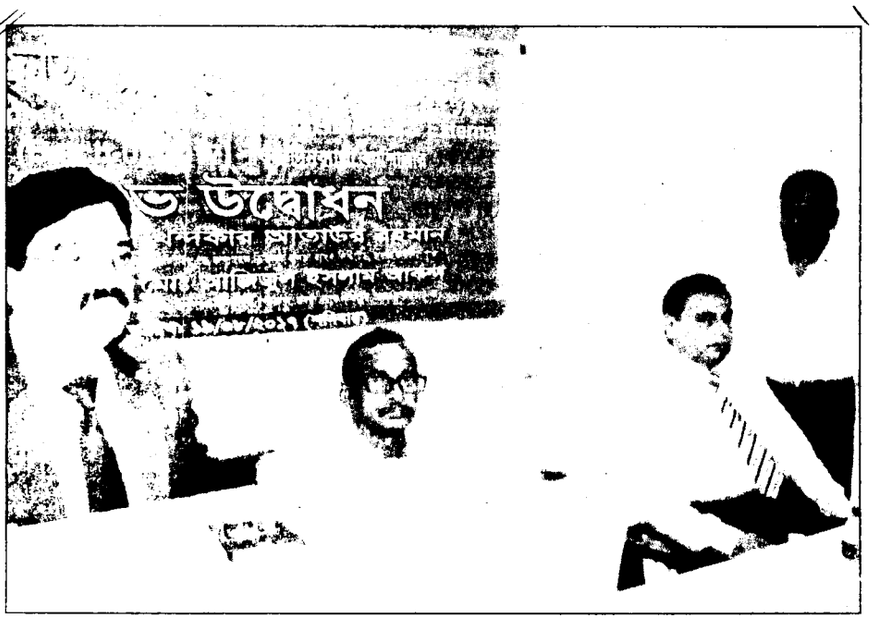

কুমিল্লায় জনতা ব্যাংকের রিজিওনাল স্টাফ কলেজে গত শনিবার 'কমপ্লায়েন্স অব অডিট অবজেকশন-ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটারনাল' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, ব্যাংকের মনিটরিং অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক খন্দকার আতাউর রহমান, কমপ্লায়েন্স এক্সটারনাল ডিপার্টমেন্টের এজিএম আজিজুল ইসলাম আকন্দ, রিজিওনাল স্টাফ কলেজের এজিএম রবীন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর প্রমুখ

বাংলাদেশ ব্যাংক লিব্রেরী

দৈনিক আমাদের অর্থনীতি

তারিখ 2 2 AUG 2017

বেড়েই চলছে মন্দঋণ

শীর্ষে সোনালী, রূপালী, ন্যাশনাল ও এবি ব্যাংক

জাফর আহমদ : ব্যাড এন্ড লস বা মন্দ ঋণ বেড়েছে। জুন প্রান্তিকে মন্দ ঋণের পরিমান দাঁড়িয়েছে ৬১ হাজার ৬০২ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত মন্দ ঋণের পরিমান ছিল ৬০ হাজার ২৭০ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। ৩ মাসে মন্দঋণ বেড়েছে ১ হাজার ৩৩১ কোটি ৯৮ লাখ টাকা।

মন্দ ঋণ হলো খেলাপি বা ক্লাসিফাইড ঋণের শেষ পর্যায়। বর্তমানে দেশে খেলাপি ঋণের পরিমান হলো ৭৪ হাজার ১৪৮ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। যা মোট ঋণের ১০.১৩ শতাংশ। এর মধ্যে মন্দ ঋণের পরিমান ৬১ হাজার ৬০২ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। যা মোট ঋণের ৮ দশমিক ৪২ শতাংশ। সাব স্ট্যান্ডার্ড বা খেলাপি ঋণের প্রথম পর্যায়ের ঋণ হলো ৭ হাজার ৫৩৬ কোটি ১৬ লাখ টাকা। এবং ডাউটফুল বা সন্দেহজনক বা দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলাপি ঋণ হলো ৫ হাজার ৯ কোটি ৫১ লাখ টাকা। চলতি বছরের ৩১ মার্চ নাগাদ মোট খেলাপি ঋণ ছিল ৭৩ হাজার ৪০৯ কোটি ৬ লাখ টাকা। মোট ঋণের ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ। আর মন্দঋণের পরিমান ছিল এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

শীর্ষে সোনালী, রূপালী,

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ৬০ হাজার ২৭০ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। যা মোট ঋণের ৮ দশমিক ৬৫ শতাংশ। ৩ মাসে হার কমলেও বেড়েছে মন্দঋণের পরিমান।

একক ব্যাংক হিসাবে সবচেয়ে বেশি মন্দ ঋণ বেড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের সোনালী ও রূপালী ব্যাংকের। জুন প্রান্তিকে সোনালী ব্যাংকের মন্দ ঋণের পরিমান ১০ হাজার ২১৩ কোটি ১ লাখ টাকা। গত ৩১ মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকটির মন্দ ঋণের পরিমান ছিল ৮ হাজার ৭৪৮ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। ৩ মাসে বেড়েছে ১ হাজার ৪৬৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। রূপালী ব্যাংকের বেড়েছে ১৮০ কোটি টাকা। বর্তমানে ব্যাংকটির মন্দ ঋণের পরিমান ৪ হাজার ২০১ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। ৩ মাস আগে ব্যাংকটির মন্দ ঋণের পরিমান ছিল ৪ হাজার ২১ কোটি ৩১ লাখ টাকা।

মন্দঋণ বৃদ্ধির তালিকায় বেসরকারি ব্যাংকগুলোও পিছিয়ে নেই। ৩ মাসে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মন্দ ঋণ বেড়েছে ৬৬২ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে এবি ও ন্যাশনাল ব্যাংক। এবি ব্যাংকের বর্তমান মন্দ ঋণের পরিমান ১ হাজার ৫৬ কোটি ২৬ লাখ টাকা। ৩ মাস আগে ব্যাংকটির মন্দঋণ ছিল ৮৬৩ কোটি ১ লাখ টাকা। ন্যাশনাল ব্যাংকের মন্দ ঋণের পরিমান ১ হাজার ৭২৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা। ৩ মাস আগে মন্দ ঋণের পরিমান ছিল ১ হাজার ৬২৮ লাখ টাকা। সম্পাদনা : মোহাম্মদ রকিব হোসেন

দৈনিক সংবাদ

22 AUG 2017

বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৮ হাজার কোটি টাকা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

২০১৬ সালের ডিসেম্বর শেষে বেসরকারি ৪০টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ছিল মোট ২৩ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। গত ছয় মাসে বেসরকারি প্রায় সব ব্যাংকেরই খেলাপি ঋণ বেড়েছে। ফলে চলতি বছরের জুন শেষে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৩১ হাজার ৭২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ ছয় মাসের ব্যবধানে এ খাতের ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৮ হাজার ৬৭১ কোটি টাকা বা ৩৭ দশমিক ৬০ শতাংশ। এ সময়ে বেসরকারি পুরনো ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি খেলাপি ঋণ বেড়েছে নতুন ব্যাংকগুলোরও।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় মাসে বেসরকারি ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১ হাজার ২৮৫ কোটি টাকা। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ছিল ২ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা। চলতি বছরের জুন শেষে তা বেড়ে হয়েছে ৩ হাজার ৫২৮ কোটি টাকা। এ হিসাবে গত ছয় মাসে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩৬ শতাংশ।

বেসরকারি ন্যাশনাল ব্যাংকের ২০১৬ সালের ডিসেম্বর শেষে খেলাপি ঋণ ছিল ১ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা। চলতি বছরের জুনে তা ২ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ গত ছয় মাসে ন্যাশনাল ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১ হাজার ১০১ কোটি টাকা বা ৮২ শতাংশ।

গত ছয় মাসে ৭৮৮ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ বেড়েছে পূবালী ব্যাংকের। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে বেসরকারি খাতের ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ ছিল ১ হাজার ৪৪ কোটি টাকা। চলতি বছরের জুনে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৮৩২ কোটি টাকায়।

কেয়া গ্রুপের ঋণের কারণেই পূবালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়েছে বলে জানান, ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল হালিম চৌধুরী। তিনি বলেন, কেয়া গ্রুপের কর্ণধার আবদুল খালেক পাঠানের প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে পূবালী ব্যাংকের প্রায় ৬০০ কোটি টাকার ঋণ রয়েছে। বড় অঙ্কের ওই ঋণ খেলাপি হয়ে যাওয়ায় ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়েছে। তবে কেয়া গ্রুপের ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত থাকায় ঋণটি নিয়ে ব্যাংকের খুব বেশি উদ্বেগ নেই।

গত ছয় মাসে ৫৪৮ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ বেড়েছে বেসরকারি আইএফআইসি ব্যাংকের। গত ডিসেম্বরে ব্যাংকটির ৬৮১ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ থাকলেও চলতি বছরের জুন শেষে তা ১ হাজার ২২৯ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এ হিসাবে গত ছয় মাসে আইএফআইসি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৮০ শতাংশ। ব্যাংকটির বিতরণকৃত ঋণের ৭ দশমিক ৯৯ শতাংশ বর্তমানে খেলাপি।

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ৫৪৭ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ বেড়েছে এবি ব্যাংকের।

গত ছয় মাসে নতুন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণ বেড়েছে দ্য ফারমার্স ও এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের। জুন শেষে দ্য ফারমার্স ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০৬ কোটি টাকা। এছাড়া জুন শেষে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ১৯১ কোটি, এনআরবি গ্লোবালের ৬৩ কোটি, মেঘনা ব্যাংকের ৫৫ কোটি ও এনআরবি ব্যাংকের ৩১ কোটি টাকা

গত ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ৬৬৬ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ থাকলেও জুন শেষে তা বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ২১৩ কোটি টাকা। ব্যাংকটির বিতরণকৃত ঋণের ৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ বর্তমানে খেলাপি।

বেসরকারি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের খেলাপি ঋণ চলতি বছরের জুন শেষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১২ কোটি টাকায়। গত বছরের ডিসেম্বরে ২৩৮ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ ছিল ব্যাংকটির। ব্যাংকটির বিতরণকৃত ঋণের ৫ দশমিক ১১ শতাংশ বর্তমানে খেলাপি।

পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করা ঋণগুলো খেলাপি হয়ে যাওয়ায় মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়েছে বলে জানান ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান আনিস এ খান। তিনি বলেন, দেশের অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংকের পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করা ঋণ খেলাপি হয়ে যাচ্ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। তবে নতুন করে বিতরণকৃত ঋণ খেলাপি হওয়ার হার কম। চলতি বছর খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির তালিকায় ওপরের দিকে রয়েছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি)। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২৬৬ কোটি টাকা। চলতি বছরের জুনে এসে তা ১ হাজার ৬৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এ সময়ে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৪২৭ কোটি টাকা।

বেসরকারি খাতের অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যে গত ছয় মাসে এক্সিম ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩৬৩ কোটি, প্রিমিয়ার ব্যাংকের ২৯৬ কোটি, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের ২৮১ কোটি, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ২৫১ কোটি, ঢাকা ব্যাংকের ২৩০ কোটি, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের ২০১ কোটি, প্রাইম ব্যাংকের ১৯৭ কোটি, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ১২৬ কোটি, ইস্টার্ন ব্যাংকের ১৫২ কোটি ও ব্র্যাক ব্যাংকের ৮১ কোটি টাকা। এছাড়া যমুনা ব্যাংকের ১৪০ কোটি, মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ১৭৬ কোটি, উত্তরা ব্যাংকের ১৩৪ কোটি ও ওয়ান ব্যাংকের ১১৯ কোটি টাকাও গত ছয় মাসে নতুন করে খেলাপি হয়েছে। নতুন ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণও গত ছয় মাসে বেড়েছে। গত ডিসেম্বরে নতুন নয় ব্যাংকের মোট খেলাপি ঋণ ছিল ২৭৩ কোটি টাকা। ছয় মাসের ব্যবধানে চলতি বছরের জুনে তা বেড়ে হয়েছে ৭১৩ কোটি টাকা। এ হিসাবে ৪৪০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ বেড়েছে নতুন ব্যাংকগুলোয়।

গত ছয় মাসে নতুন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণ বেড়েছে দ্য ফারমার্স ও এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের। জুন শেষে দ্য ফারমার্স ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০৬ কোটি টাকা। এছাড়া জুন শেষে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ১৯১ কোটি, এনআরবি গ্লোবালের ৬৩ কোটি, মেঘনা ব্যাংকের ৫৫ কোটি ও এনআরবি ব্যাংকের ৩১ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, ছয় মাসের ব্যবধানে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১১ হাজার ৯৭৬ কোটি টাকা। চলতি বছরের জুন শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৪ হাজার ১৪৮ কোটি টাকায়, যা ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের ১০ দশমিক ১৩ শতাংশ। গত ডিসেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২ হাজার ১৭২ কোটি টাকা, যা ওই সময়ে বিতরণকৃত ঋণের ৯ দশমিক ২৩ শতাংশ। এর বাইরে মন্দমানের খেলাপি হয়ে যাওয়ায় অবলোপন করা হয়েছে প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ। সব মিলে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ১৯ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ : 2 2 AUG 2017

ঝুঁকিতে ৬১৯১ কোটি টাকার আমানত

হারুন-অর-রশিদ ●

ব্যাপকহারে বেড়ে যাওয়ায় খেলাপি ঋণে কাবু হয়ে পড়েছে দেশের ব্যাংকিং খাত। এ ছোবল থেকে গ্রাহকদের জমানো টাকার সুরক্ষা দিতে প্রভিশন সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা আজ ব্যর্থ। ফলে আমানতকারীদের ছয় হাজার ১৯১ কোটি টাকা রয়েছে ঝুঁকিতে। বাংলাদেশ ব্যাংকসূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, চলতি বছরের জুন পর্যন্ত ব্যাংকগুলো সর্বমোট সাত লাখ ৩১ হাজার ৬২৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এর মধ্যে খেলাপি হয়েছে ১০ দশমিক ১৩ শতাংশ বা ৭৪ হাজার ৭৪৮ কোটি টাকা। আর এ সময়ে খেলাপি ও নিয়মিত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে সর্বমোট ৪৩ হাজার ৬৪১ কোটি টাকা প্রভিশন সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। অথচ ব্যাংকগুলো রেখেছে মাত্র ৩৭ হাজার ৪৪৯ কোটি টাকা। ছয় হাজার ১৯১ কোটি টাকাই প্রভিশন ঘাটতি। অর্থাৎ গ্রাহকের জমা করা এ পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে ঋণের নামে। এমনকি ঋণ বিতরণ করে ব্যাংকগুলো যে আয় করেছে, তা দিয়ে আমানতকারীদের অর্থের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ওই পরিমাণ অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য ব্যাংকের তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থও নেই।

তবে সামগ্রিকভাবে হিসাবে, ব্যাংকিং খাতে প্রভিশন ঘাটতি থাকলেও এটি হয়েছে মূলত ছয় ব্যাংকের কারণে। বাকি ৪৯ ব্যাংকে কোনো প্রভিশন ঘাটতি নেই বলে জানা গেছে। এই ছয় ব্যাংকের ঘাটতির পরিমাণ আট হাজার ৫৩৩ কোটি টাকা। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় অন্য ব্যাংকগুলো বেশি প্রভিশন সংরক্ষণ করায় ঘাটতি কিছুটা কম হয়েছে।

খেলাপি ঋণে কাবু ব্যাংকিং খাত ●

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, বেসিক ব্যাংকেই তিন হাজার ৮০ কোটি টাকার প্রভিশন ঘাটতি। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এ ব্যাংকটির বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৫৩ শতাংশ অর্থাৎ সাত হাজার ৩৯০ কোটি টাকাই খেলাপি। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় খাতের সোনালী ব্যাংকে দুই হাজার ৮০৯ কোটি এবং রূপালী ব্যাংকে এক হাজার ৪৭৩ কোটি ৮০ লাখ টাকার প্রভিশন ঘাটতি রয়েছে। আর বেসরকারি খাতের বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকে প্রভিশন ঘাটতি রয়েছে ২৬৯ কোটি, ন্যাশনাল ব্যাংকে ৭২৭ কোটি ও প্রিমিয়ার ব্যাংকে ১৭৫ কোটি টাকার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী, ব্যাংকের অশ্রেণিকৃত বা নিয়মিত ঋণের বিপরীতে দশমিক ২৫ থেকে পাঁচ শতাংশ হারে প্রভিশন রাখতে হয়। আর শ্রেণিকৃত ঋণের মধ্যে নিম্নমান বা সাব স্ট্যান্ডার্ড ঋণের বিপরীতে ২০ শতাংশ, ডাউটফুল বা সন্দেহজনক ঋণের বিপরীতে ৫০ শতাংশ এবং মন্দ বা খারাপ ঋণের বিপরীতে ১০০ শতাংশ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়।

এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক বিরূপ পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা নেমে আসে। এ সময় ব্যবসায়ীরা ঠিকমতো মুনাফা করতে পারেননি। তাই খেলাপি ঋণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ব্যাংকগুলো কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে মুনাফা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে কয়েকটি ব্যাংক তাদের ঋণঝুঁকির বিপরীতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংরক্ষণ করতে পারেনি। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় খাতের বেসিক ও সোনালী ব্যাংকের ঋণ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত পরিমাণের প্রভিশন

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

ঝুঁকিতে ৬১৯১

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) সংরক্ষণ করতে পারেনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ আমাদের সময়কে এ প্রসঙ্গে বলেন, খেলাপি ঋণ বেশি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। আবার খেলাপির বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে আয়ের খাত থেকে অর্থ এনে প্রয়োজনীয় অর্থ সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। এতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ ছাড়া যেসব ব্যাংক প্রভিশন ঘাটতিতে থাকে তাদের মূলধন ঘাটতিতে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। যা আর্থিক ভিত্তির দুর্বলতা প্রকাশ করে।

তিনি আরও বলেন, খেলাপি ঋণ বেশি হলে ঋণের সুদহারও বাড়ে। এতে ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা নিরুৎসাহিত হন। বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা শিল্পের জন্য ভালো সংবাদ নয়।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক কালের কণ্ঠ

তারিখ : 2 2 AUG 2017

আইআইটিএফসির
বায়ার্স ক্রেডিট

ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন লাগবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স করপোরেশনের (আইআইটিএফসি) স্বল্প মেয়াদের বায়ার্স ক্রেডিটে গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে এখন থেকে ব্যাংকগুলোকে আর বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হবে না। ব্যাংকগুলো নিজেরাই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য কাঁচামাল আমদানিতে ১৮০ দিন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটির বায়ার্স ক্রেডিটে গ্যারান্টি দিতে পারবে।

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ এসংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে বিদেশি মুদ্রায় লেনদেনে নিয়োজিত অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীরা পাঠিয়েছে।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, স্বল্প মেয়াদে শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে আইআইটিএফসির অনুকূলে ব্যাংকগুলো গ্যারান্টি ইস্যু করতে পারবে। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। তবে ব্যাংককে অবশ্যই ঋণ নিয়মাচার যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে একক গ্রাহক ঋণসীমা কোনো অবস্থায় অতিক্রম করে অর্থায়ন করা যাবে না।

সার্কুলারে আরো বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো প্রয়োজনে এ ধরনের বায়ার্স ক্রেডিটের তথ্য চাইলে ব্যাংকগুলোকে আমদানির বিল অব এন্ট্রিসহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র জমা দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, বায়ার্স ক্রেডিটের মাধ্যমে দেশের আমদানিকারকরা বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বিদেশি মুদ্রায় ঋণ নিতে পারে। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে দেশের আমদানিকারকরা স্থানীয় ব্যাংকের গ্যারান্টি সাপেক্ষে বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে ওই পণ্য আমদানি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সুদহার হয় সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, নিজস্ব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের লক্ষ্যে কাঁচামাল আমদানির প্রস্তাব খুব বেশি নেই। তবে আইআইটিএফসির মতো কিছু প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। সে বিবেচনায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, জেপি মরগান, আইএফসি, আইডিবি, এইচএসবিসি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের আমদানিকারকদের বায়ার্স ক্রেডিট সুবিধা দিচ্ছে। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বায়ার্স ক্রেডিট গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করে এক সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

দৈনিক কালের কণ্ঠ

ব্যাসেল অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ইনডেক্স ২০১৭ প্রকাশ

মুদ্রাপাচারের ঝুঁকি কমানোয় ২৮ দেশকে পেছনে ফেলল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মুদ্রাপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় 'ব্যাসেল এন্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) ইনডেক্স ২০১৭'তে বাংলাদেশ ২৮টি দেশকে পেছনে ফেলেছে। এ বছর বাংলাদেশ এই র‍্যাংকিংয়ে ৫৮ নম্বর ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে বেরিয়ে ৮২ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে। ওই সূচকে ২০১৭ সালে সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়নকারী ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। ওই সূচক অনুযায়ী, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে রয়েছে ইরান, আফগানিস্তান এবং সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হলো ফিনল্যান্ড। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আফগানিস্তানের অবস্থান মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকির নিরিখে ২ নম্বরে। এ ছাড়া মিয়ানমার ১৩, নেপাল ১৪, শ্রীলঙ্কা ২৫, পাকিস্তান ৪৬, বাংলাদেশ ৮২ এবং ভারত ৮৮ নম্বরে রয়েছে।

ওই তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য যথাক্রমে ১১৬ ও ১১৮ নম্বরে রয়েছে।

এই তথ্যগুলো গত ১৬ আগস্ট সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দি ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অন গভর্ন্যান্স কর্তৃক বিশ্বের ১৪৬টি দেশের মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি নিরূপণ করে ২০১৭ সালের ব্যাসেল এএমএল ইনডেক্সে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ইনডেক্স অনুযায়ী দ্রুত উন্নয়নকারী ১০টি দেশের মধ্যে রয়েছে সুদান, তাইওয়ান, ইসরায়েল, বাংলাদেশ, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, লুক্সেমবার্গ, লাটভিয়া ও গ্রিস। সূচকে বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নের কারণ হিসেবে ২০১৬ সালে বাংলাদেশের মুদ্রাপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর এপিজি কর্তৃক পরিচালিত 'মিউচ্যুয়াল ইভাল্যুশন রিপোর্টে' ব্যাপক উন্নতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

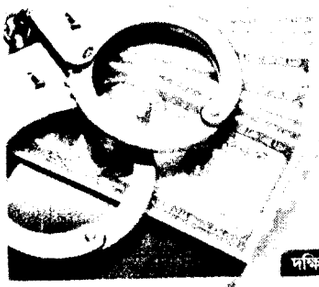

- দ্রুত উন্নয়নকারী ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ
- বাংলাদেশের ঝুঁকির স্কোর ৫.৭৯, ভারতের ৫.৫৮

সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ইরান, আফগানিস্তান এবং সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ ফিনল্যান্ড

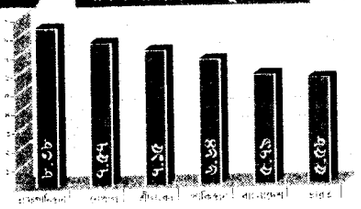

> এই সূচকের উন্নতির ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম বাড়বে। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আজকাল এই ঝুঁকির তালিকা অনেকেই অনুসরণ করে। তা ছাড়া পর্যটকদের কাছেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।
>
> **দেবপ্রসাদ দেবনাথ**
>
> মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)

এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, আন্তঃসংস্থার কাজের সমন্বয়, আর্থিক খাতে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুদ্রাপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের পর্যাপ্ত লোকবল ও অর্থের সংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এপিজির মিউচ্যুয়াল ইভাল্যুশন রিপোর্ট মোতাবেক বাংলাদেশ এফএটিএফের ৪০টি সুপারিশের বিপরীতে ৬টিতে কমপ্লায়েন্ট, ২২টিতে অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট এবং ১২টিতে আংশিক কমপ্লায়েন্ট রেটিং পেয়েছে। বাংলাদেশ এফএটিএফের ৪০টি সুপারিশের সবকটিই বাস্তবায়ন করেছে।

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক এই সংস্থাটি ছয় বছর ধরে কোনো একটি দেশের মুদ্রাপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ঘাটতি; স্বচ্ছতার ঘাটতি; উচ্চপর্যায়ে দুর্নীতির ধারণা সূচক; আর্থিক মানদণ্ড ও স্বচ্ছতা এবং দুর্বল রাজনৈতিক অধিকার ও আইনের শাসন; এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ব্যাসেল এএমএল ইনডেক্স ২০১৭ নির্ধারণ করে থাকে।

প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্যাসেল এএমএল ইনডেক্সে ঝুঁকি নির্ণয়ে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় স্কোরিং করা হয় তাতে ২০১৬ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৬.৪০। এ বছর এই ঝুঁকির স্কোর কমে ৫.৭৯ তে নেমে এসেছে। যেখানে ভারতের ঝুঁকি স্কোর ৫.৫৮। এ সূচকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ ইরানের স্কোর ৮.৬০ এবং সবচেয়ে কম ঝুঁকির দেশ ফিনল্যান্ডের স্কোর ৩.০৪।

বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই সূচকের উন্নতির ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম বাড়বে। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আজকাল এই ঝুঁকির তালিকা অনেকেই অনুসরণ করে। তা ছাড়া পর্যটকদের কাছেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।'

তিনি আরো বলেন, এপিজির প্রতিবেদন এই সূচকে বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। আর এই প্রতিবেদন যথাযথভাবে তৈরিতে দেশের সব রিপোর্টিং এজেন্সি বিএফআইইউকে সহায়তা করেছে। এ কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই সুনাম সবার।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) বিভিন্ন সময়ে দেশের মুদ্রাপাচার নিয়ে তাদের মূল্যায়ন ও মতামত প্রকাশ করে আসছে। দি ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অন গভর্ন্যান্সের প্রকাশিত ইনডেক্সের বিষয়ে সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'এই ইনডেক্সটাতে মুদ্রাপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি স্কোরিংয়ের যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মুদ্রাপাচারসংক্রান্ত মাত্র ১০ শতাংশ তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। সেখানে স্বচ্ছতা এবং আর্থিক খাতের পরিবেশের বিষয়টি এসেছে তবে সার্বিক তথ্য আসেনি। সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে করা এই সূচক থেকে মুদ্রাপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের যে অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। তবে প্রকৃতার্থে এই সূচক থেকে দেশের সামগ্রিক মুদ্রাপাচার পরিস্থিতির কতটুকু উন্নতি হয়েছে তা বলা কিছুটা কঠিন।'

দৈনিক ইত্তেফাক

2 2 AUG 2017

কৃষি ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষায় ত্রুটিপূর্ণ ফলের অভিযোগ

সর্বনিম্ন ৬৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ দেখানো হলেও তালিকায় নেই ৬৭ দশমিক ৫ পাওয়া প্রার্থী

■ সাইদুর রহমান

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অফিসার পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি। গতকাল সোমবার প্রকাশিত ফলাফলে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৮ হাজার ৮৮৭ জন। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টাব্যাপী দুইশ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তেজগাঁও কলেজ ও নীলক্ষেত হাইস্কুলে এ পরীক্ষা হবে। গত ২১ জুলাই প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার্থীরা প্রকাশিত ফলাফল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, ভালো পরীক্ষা দিয়েও তারা উত্তীর্ণ তালিকা নেই। ফলাফলকে তারা ত্রুটিপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ফজলুর রহমান খান ইত্তেফাককে বলেন, ফলাফল ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সুযোগ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ এই পরীক্ষা নিয়েছিল। প্রযুক্তির সহায়তায় নির্ভুল ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

কত নম্বর পর্যন্ত প্রার্থীকে কৃতকার্য হিসেবে দেখানো হয়েছে- এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৬৩ দশমিক ৭৫ পর্যন্ত প্রাপ্তকে কৃতকার্য দেখানো হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৮ হাজার ৮৮৭ জন।

এদিকে, ফেসবুকে অনেক পরীক্ষার্থী ফলাফল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সাইফুল আমিন নামে এক পরীক্ষার্থী উল্লেখ করেছেন ফলাফলে ভুল আছে। ৬৭ দশমিক ৫ পেয়েও তিনি উত্তীর্ণ তালিকায় নেই। মাহমুদ নামে আরেকজন বলেছেন, তিনি প্রশ্নের সমাধান করে ৭৩ পেয়েছেন। কিন্তু প্রকাশিত ফলাফলে তার রোল নেই। সায়েম শিকদার বলেছেন, তার ৭০ পাওয়ার কথা, কিন্তু রোল নম্বর নেই। সাদিয়া আফরিন লিখেছেন, তিনি ৬৫ এর উপরে পাবেন, তারপরও তালিকায় নেই। ইকবাল হোসেন ৬৫ উপরে পাবেন প্রত্যাশা করলেও উত্তীর্ণ হননি। তার দাবি ফলাফলে ভুল থাকতে পারে। কমল মোহন্ত লিখেছেন তিনি বি সেট প্রশ্নে ৬৫ পাওয়ার আশা করেও তালিকায় নাম পাননি। মারুফ সনি ৬৮ পাওয়ার আশা ছিল, কিন্তু ফলাফলে রোল নম্বর নেই। হাবিবুর রহমান মাসুমের ৬৮টির উপরে পাওয়ার কথা ছিল, তিনিও উত্তীর্ণ হননি। রাশেদা আকতার বলেছেন, ৭০ পাবো, তাও ফেইল। লিটন আলী এ সেটে পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৭০ পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ফলাফলে তার নাম নেই। এ রকম হাজার পরীক্ষার্থী কৃষি ব্যাংকের অফিসার পদের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

অফিসার পদের পরীক্ষা নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ। বিভাগটির চেয়ারম্যানও দাবি করেছেন, যাচাই-বাছাই করেই ফলাফল প্রকাশ করেছি, ভুল থাকার সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, কৃষি ব্যাংকের ২৪৯ জন কর্মকর্তা (ক্যাশ) নিয়োগের জন্য প্যানেল প্রস্তুত করতে গত বছরের ২৪ আগস্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

এর আগে অগ্রণী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদের নিয়োগে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফলে ভুল ধরা পড়েছিল। ওই ফলাফল নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে তা সংশোধন করে পুনরায় প্রকাশ করা হয়। এ বছরের ২২ জুন প্রকাশিত প্রথম ফলাফলে ৮ হাজার ১৯২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 'কম্পিউটারের ভুল' সংশোধন করে ২৮ জুন আবার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। নতুন ফলাফলে আরও ৭ হাজার ৮১১ জন উত্তীর্ণ হওয়ায় মোট উত্তীর্ণ হন ১৬ হাজার তিনজন।

The Financial Express

22 AUG 2017

Exchange Rate

August 21, 2017

The following were the commercial banks' rates to public for some selected foreign currencies with Bengladesh Taka in cash transaction on Monday.

Selling rates to public (outward remittance)

Bank	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	81.7000	96.5185	105.4681	0.7554	84.7798	65.2224	65.1203
Janata Bank	81.5500	96.6296	105.6897	0.7426	84.4652	65.3082	65.1761
Agrani Bank	81.5800	96.6292	106.2832	0.7569	84.8013	65.0881	64.8011
Rupali Bank	81.7300	96.7736	106.2600	0.7562	85.6504	65.9166	65.4955
FCBs							
StanChart	81.6400	97.1633	106.3387	0.7616	86.5096	66.3363	66.1860
PCBs							
SEBL	81.4000	97.0136	106.6699	0.7457	85.4760	63.9731	64.5106
BRAC Bank	81.4900	97.0663	105.3437	0.7663	86.2024	66.3437	64.9549
Prime Bank	81.5500	97.6336	106.9435	0.7625	85.1978	65.1811	64.9234
AB Bank	81.5900	98.6857	106.8269	0.7652	85.4586	65.8699	--
Uttara Bank	81.4500	97.9206	105.7940	0.7580	84.4640	63.4389	64.8359

Buying rates from public (inward remittance)

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.7500	94.4309	103.6977	0.7317	83.2000	63.8175	63.7146
Janata Bank	80.6000	94.1506	103.3872	0.7373	83.4179	63.9765	63.8360
Agrani Bank	80.6000	94.0292	103.4983	0.7276	83.1601	63.7643	63.7836
Rupali Bank	80.7500	94.3974	103.4575	0.7311	83.2267	63.7331	63.5701
FCBs							
StanChart	80.5000	93.5730	102.7493	0.7245	82.6086	62.6035	62.4616
SEBL	80.4000	93.6355	102.9921	0.7165	82.6395	62.8792	62.6612
BRAC Bank	80.5000	93.7151	101.8672	0.7298	81.4357	64.0057	62.1399
Prime Bank	80.6000	93.8905	103.3622	0.7295	82.9278	63.5815	63.6538
AB Bank	80.6000	94.0486	102.4393	0.7252	82.6752	63.1317	--
Uttara Bank	80.5000	93.8610	102.7016	0.7344	83.2839	63.7758	63.5760

Selling rates to importers

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	81.7500	96.5776	105.5326	0.7559	85.0857	65.2623	65.1601
Janata Bank	81.6000	96.6649	105.7284	0.7429	84.4963	65.3321	65.1999
Agrani Bank	81.6000	96.6492	106.3090	0.7571	84.8121	65.1039	64.8170
Rupali Bank	81.7500	96.7971	106.2858	0.7564	85.6711	65.9324	65.5114
FCBs							
StanChart	81.6500	97.1730	106.3493	0.7617	86.5183	66.3429	66.1926
PCBs							
SEBL	81.4000	97.0136	106.6699	0.7457	85.4760	63.9731	64.5106
BRAC Bank	81.5000	97.0963	105.5937	0.7668	86.2324	66.3519	64.9849
Prime Bank	81.6000	97.6924	107.0079	0.7630	85.2496	65.2208	64.9631
AB Bank	81.6000	98.7357	106.8769	0.7662	85.5386	65.9499	--
Uttara Bank	81.5000	97.9794	105.8584	0.7584	84.5158	63.4777	64.8756

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	80.6300	94.2906	103.5436	0.7306	83.0764	63.7227	63.6199
Janata Bank	80.3700	93.6688	102.9689	0.7343	83.0814	63.7184	63.5785
Agrani Bank	80.4500	93.8529	103.3052	0.7262	83.0047	63.6452	63.6647
Rupali Bank	80.6300	94.2563	103.3030	0.7300	83.1024	63.6378	63.4750
FCBs							
StanChart	80.3122	93.3547	102.5096	0.7229	82.4158	62.4574	62.3159
PCBs							
SEBL	80.4000	93.6355	102.9921	0.7165	82.6395	62.8792	62.6612
BRAC Bank	80.3918	93.6015	101.7347	0.7208	81.3306	63.9197	62.0597
Prime Bank	80.3806	93.6327	103.0797	0.7275	82.7007	63.4074	63.4799
AB Bank	80.3500	93.6243	101.9905	0.7228	82.3641	62.8776	-
Uttara Bank	80.3046	93.6051	102.3002	0.7317	82.9791	63.5340	63.3410

Notes: USD = US Dollar, GBP = Great Britain Pound, JPY = Japanese Yen, CAD = Canadian Dollar, AUD = Australian Dollar, SAR = Saudi Riyal, MYR = Malaysian Ringgit, AED = UAE Drham, KWD = Kuwait Dinar, QAR = Qatar Riyal, HKD = Hong Kong Dollar, SGD = Singapore Dollar, CHF= Swiss Franc, NA= Data Not Available, PLC= Public Limited Company, FCB= Foreign Commercial Bank, PCBs= Private Commercial Bank.